দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 26 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ১৮ কলাম ... ৬

নেছারাবাদের ২ দিনব্যাপী ওয়াজ মাহফিল সমাপ্ত

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন বাস্তবায়নের ঘোষণায় উদ্বেগ প্রকাশসহ ৮ দফা প্রস্তাব

ঝালকাঠী জেলা সংবাদদাতা : ঝালকাঠীর নেছারাবাদের ওলিয়ে কামেল আলহাজ্ব মাওলানা আজিজুর রহমান, নেছারাবাদী কায়েদ ছাহেব (রহঃ)-এর দরবারের ২ দিনব্যাপী বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ২২ ফেব্রুয়ারী আখেরী মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। ঝালকাঠীর নেছারাবাদস্থ কামিল মাদ্রাসা মাঠে আয়োজিত বিশাল এই ওয়াজ মাহফিল গত ২০ ফেব্রুয়ারী শুরু হয়। ২২ ফেব্রুয়ারী বাদ ফজর আখেরী মোনাজাত পরিচালনা করেন আলহাজ্ব মাওলানা আজিজুর রহমান, নেছারাবাদী (রহঃ)-এর একমাত্র ছাহেবজাদী, আমিরুল মুছলিহীন প্রিন্সিপাল মাওলানা খলিলুর রহমান নেছারাবাদী। মোনাজাতে দেশ ও জাতির শান্তি এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্য কামনা করা হয়। মাহফিলের শেষে কুদরাত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন বাস্তবায়নের ঘোষণায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশসহ ৮ দফা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ছারছীনা দরবার শরীফের মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ সিদ্দিকী, দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান, আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আজহারী, বিএইচ হারুন এমপি, ডঃ এ আর এম আলী হায়দার মুর্শিদী, মাওলানা মুহাম্মদ মফিজুর রহমান আল-আজহারী ও মাওলানা মাহমুদুল হাসান। এছাড়াও বাংলাদেশ হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলিহীনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং দেশের বিশিষ্ট ওলামাগণ মাহফিলে বক্তব্য রাখেন।

দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা কবি রুহুল আমিন খান বলেন, আমার ওস্তাদ হযরত কায়েদ ছাহেব হুজুরের দিক-নির্দেশনা তার রুহানী দোয়া, তার জ্ঞানগরিমা আমাদের সমাজে কাজে লাগাতে হবে। নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে লিল্লাহিয়াতের ভিত্তিতে একামতে দ্বীন এবং ঐক্যবদ্ধতাই ছিল, মূল আন্দোলনের প্রেক্ষাপট। কবি রুহুল আমিন খান বলেন, মাওলানা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী কায়েদ ছাহেবের ইন্তেকাল হয়েছে। কিন্তু তার কলবী ও রুহানী দোয়া আমাদের মধ্যে রয়েছে। যার ফলে ইসলামী শিক্ষা বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র কোন দিনই টিকবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর এ আর এম আলী হায়দার মোর্শেদী বলেন, হযরত কায়েদ ছাহেব ছিলেন একজন সাধক ব্যক্তি, সূফী ব্যক্তিত্ব, একজন দার্শনিক, সফল কামেল মোর্শেদ। তিনি একদিকে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। অন্যদিকে সকল গুণের অধিকারী ব্যক্তির নামই মাওলানা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী।

মাহফিল শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণে সর্বসম্মতিক্রমে ৮ দফা প্রস্তাব পেশ করা হয়-

১। সন্ত্রাস দমন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে ইরাক, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমেরিকা, ইসরাইল ও তাদের মিত্রদেশসমূহ মুসলমানদের ওপর যে নগ্ন হামলা ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে তাতে শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসী আজ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্দ। অত্র সভা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের ঐ নগ্ন হামলা ও নির্যাতনের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং এই মানবাধিকার লংঘন বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের প্রতি আকুল আবেদন জানায়।

২। দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় দেশবাসী আজ উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সম্প্রতি যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণ মারাত্মকভাবে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। দেশ ও জাতির কল্যাণে এসব সহিংসতা ও নৈরাজ্যকর কর্মকাণ্ড কঠোর হস্তে দমন করার জন্য সভায় সরকারের কাছে জোর দাবী জানানো হয়।

৩। কুদরতই-খুদা শিক্ষা কমিশন বাস্তবায়নের যে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে সভা এ ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কেননা এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ধর্মীয় ব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। অতএব অত্র সভা এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবী জানায়।

৪। একটি মহল সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবারের পরিবর্তে রোববার করার আবদার জানাচ্ছে। অত্র সভা তার তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের তৌহিদী জনতার পক্ষ থেকে শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটির দিন বহাল রাখার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবী জানায়।

৫। অনৈক্যের কারণেই মুসলিম মিল্লাত আজ চরম দুরাবস্থার মুখোমুখি। অত্র সভা হযরত কায়েদ ছাহেব হুজুর (রহঃ) কর্তৃক উদ্ভাবিত আল ইত্তেহাদ মায়াল ইখতেলাফ তথা মতানৈক্যসহ ঐক্য নীতির ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য জোর আহবান জানায়।

৬। মাদ্রাসাসমূহে ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের সরকারী সিদ্ধান্ত শরীয়ত পরিপন্থী। অত্র সভা সরকারী এ সিদ্ধান্ত সংশোধন করে মহিলা মাদ্রাসার জন্য মহিলা শিক্ষক ও পুরুষ মাদ্রাসার জন্য পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ এবং মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবী জানায়।

৭। হযরত কায়েদ ছাহেব হুজুর দারুলক্বাজা প্রতিষ্ঠা করে অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মামলা-মোকদ্দমা ও অযথা হয়রানী থেকে বাঁচানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই লক্ষ্যে সরকার সম্প্রতি গ্রামীণ শালিস বোর্ড স্থাপনের যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে অত্র সভা সে প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়।

৮। দক্ষিণ এশিয়ান টাস্কফোর্স, ট্রানজিট, টিফাসহ যে কোন ধরনের চুক্তির পূর্বে দেশের অখণ্ডতা, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও সার্বিক নিরাপত্তার মত জরুরী বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখার জন্য অত্র সভা সরকারের কাছে জোর দাবী জানায়।